তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও দলগত নির্দেশনা
(Individual Guidance and Group Guidance)

> **ব্যক্তিগত নির্দেশনা ঃ** ভূমিকা। ব্যক্তিগত নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত নির্দেশনার সংগঠন। ব্যক্তিগত নির্দেশনার সুবিধা ও অসুবিধা।
> **দলগত নির্দেশনা ঃ** ভূমিকা । দলগত নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । দলগত নির্দেশনার পরিধি। দলগত নির্দেশনার বিভিন্ন কৌশল। দলগত নির্দেশনার সুবিধা ও অসুবিধা। ব্যক্তিগত ও দলগত নির্দেশনার পার্থক্য। দলগত সক্রিয়তা।

নির্দেশনাদান কর্মসূচি সম্পন্ন করতে আমরা সাধারণত ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও দলগত নির্দেশনা এই দুটি কৌশল (techniques) ব্যবহার করে থাকি।

■ ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Individual Guidance) ঃ

ব্যক্তিগত নির্দেশনাকে পরামর্শ নামে অভিহিত করা হয়, যার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে মুখোমুখি সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সুষম বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করা। এই প্রক্রিয়ায় একের সঙ্গে একের (one to one) মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিগত নির্দেশনা মক্কেল (Client) এবং মক্কেলের সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশেষ করে শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ সংক্রান্ত নানা কারণে মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রক্ষোভিক অস্থিরতায় এইসব ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে, স্বাভাবিকভাবেই সুষ্ঠু সংগতিবিধানে তার প্রভাব পড়ে। তাই ব্যক্তিগত নির্দেশনা হলো ব্যক্তির আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা, সুষ্ঠু সংহতিবিধানে সাহায্য করা এবং দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করা ("All those therapeutic measures that aims at securing a comparatively economical and efficient adjustment between individuals interpsychic forces and external reality")। Crow and Crow বলেছেন "Personal guidance refers to help given an-indi-

Scanned with CamScanner

vidual towards a better adjustment in the development of altitudes and behaviour in all areas of life" (ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশনা হলো ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চাহিদার সন্তুষ্টিবিধান করা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক সংগতিবিধানে সাহায্য করা। এই নির্দেশনা ব্যক্তির উদ্বেগ, আকাঙ্খা, মানসিক দ্বন্দ্ব, চাপ প্রভৃতি হ্রাস করতে সহায়তা করে, ব্যক্তির মধ্যে প্রাক্ষোভিক স্থিরতা নিয়ে আসে ও কাঙ্খিত সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সাহায্য করে থাকে যা অস্বাভাবিক ও সমস্যামূলক আচরণ সম্পাদনে বাধা দিতে সক্ষম হয়।

- **ব্যক্তিগত নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Individual Guidance) ঃ**

(i) ব্যক্তিজীবনে যেকোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যা ব্যক্তিজীবনে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী তা উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

(ii) আগ্রহ ও সামর্থ্যের পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে মানসিক সক্রিয়তাকে বৃদ্ধি করা এবং পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

(iii) ব্যক্তির অসামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক বিকাশকে প্রতিরোধ করতে ও সুস্থ বিকাশে সাহায্য করা।

(iv) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্ম তৎপরতা সৃষ্টি করতে ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

(v) নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করা।

(vi) ব্যক্তির মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিশৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করা।

(vii) সর্বোপরি সুষম ও সুস্থ মানসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে সাম্য আনতে সাহায্য করা, সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা।

- **ব্যক্তিগত নির্দেশনার সংগঠন (Organisation of Individual Guidance) ঃ**

ব্যক্তিগত নির্দেশনার সঙ্গে যুক্ত পদক্ষেপগুলি (Steps) নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

Scanned with CamScanner

(i) তথ্য সংগ্রহ (Collection of information)
(ii) সমস্যার কারণ নির্ণয় (Diagnosis of the causes of the problems)
(iii) প্রতিকার (Remedial measures)
(iv) নির্দেশনা সম্পাদন (Rendering guidance)
(v) অনুসরণমূলক কর্মসূচি (Follow up service)

(i) তথ্য সংগ্রহ (Collection of information) ঃ- ব্যক্তিগত নির্দেশনার প্রথম ধাপ হিসাবে তথ্য সংগ্রহ হলো এক আবশ্যিক কর্মসূচি। এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শগ্রহীতার দৈহিক, বৌদ্ধিক, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ, প্রবণতা, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পশ্চাৎপট এবং অন্যান্য পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আর এই তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে পরামর্শ গ্রহীতার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করা যায়।

(ii) সমস্যার কারণ নির্ণয় (Diagnosis of the causes of the problem) ঃ- এই স্তরে সংগৃহীত তথ্যের মধ্য দিয়ে সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। সমস্যা ব্যক্তি অথবা পরিবেশ কোথায় নিহিত আছে তা নির্ণয় করা হয়।

(iii) প্রতিকার (Remedial measures) ঃ- এখন সমস্যার কারণ চিহ্নিত হলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণের একটা পরিকল্পনা বা খসড়া তৈরী করা হয়। এই পরিকল্পনা থেকে নির্দেশনাকর্মী সমস্যার প্রতিকার নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

(iv) নির্দেশনা সম্পাদন (Rendering guidance) ঃ- এই স্তরে নির্দেশনা কর্মী (guidance personnel) উপযুক্ত আত্মিক সম্পর্ক (rapport) স্থাপনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সমস্যার মূল কারণগুলিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন এবং সম্ভাব্য আচরণ পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলিকে চিহ্নিত করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অভিভাবন (suggestion), উপদেশ (advice), উদ্গামন (sublimation), অনুকরণ (imitation), সমবেদনশীল (sympathatic), বিরেচন (catharsis), মনোবিশ্লেষণ (psychoanalysis) প্রভৃতি মনোচিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বও গড়ে উঠেছে। এইসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যক্তির অপসংগতিমূলক আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তির রোগমুক্তি ঘটাতে সাহায্য করে এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করে।

Scanned with CamScanner

(v) অনুসরণমূলক কর্মসূচি (Follow up service) : এটি হলো ব্যক্তিগত নির্দেশনা কর্মসূচির শেষ পর্যায়। নির্দেশনা সম্পাদনের পর ব্যক্তির অগ্রগতি মূল্যায়নের এটি একটি আবশ্যিক কর্মসূচি। সাক্ষাৎকার বা অন্য কোনো প্রকার কৌশলের মাধ্যমে পরামর্শগ্রহীতার অগ্রগতি বা সীমাবদ্ধতা এবং সামগ্রিকভাবে পরামর্শ প্রদানের কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া নির্দেশককে পুনরায় নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা বা নির্দেশনার পরিবর্ত বা বিকল্প কিছুকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

- **ব্যক্তিগত নির্দেশনার সুবিধা (Advantages of Individual Guidance) :**

(i) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় নির্দেশদাতা ও নির্দেশগ্রহীতার মধ্যে মুখোমুখি সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ থাকে তাই এখানে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনারও অবকাশ রয়েছে।

(ii) এখানে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সমস্যার প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়, ফলে ব্যক্তিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায়।

(iii) প্রত্যেক ব্যক্তির এমন কিছু সমস্যা, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যা সকলের সামনে প্রকাশ করতে চায় না, ব্যক্তিগত নির্দেশনায় আত্মিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এ ধরনের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়।

(iv) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় দল গঠনের সমস্যা থাকে না।

- **ব্যক্তিগত নির্দেশনার অসুবিধা (Disadvantages of Individual Guidance) :**

(i) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় প্রতিটি মক্কেলকে পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশনা দেওয়ার ফলে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় বেশি হয়।

(ii) এক্ষেত্রে দলগত অনুভূতি, মনোভাব ও দলীয় গতিশীলতা সম্পর্কে ধারণা জন্মানোর কোনরূপ সুযোগ নেই।

(iii) এই ধরনের নির্দেশনায় যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই।

(iv) অনেক সময় মক্কেল নিজের সমস্যার কথা মুখে প্রকাশ করতে চায় না কিন্তু দলগত কর্মসূচি প্রয়োগের সুযোগ না থাকায় মক্কেল তার সমস্যাকে কোনোভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়না।

Scanned with CamScanner

■ দলগত নির্দেশনা (Group Guidance) ঃ

দলগত নির্দেশনা আলোচনা করার আগে আমরা দল (Group) বলতে কী বোঝায় সেটা একটু জেনে নেব। দল বা গোষ্ঠী হলো কোনো জনসমষ্টি যার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে, প্রত্যেকে তার অধিকার, কর্তব্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সমাজবিদ্ H. C. Cooley বলেছেন—"পরিবারে শিশুদের খেলাধূলার মাধ্যমে সঙ্গীসাথীদের মধ্যে, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে অথবা বয়স্ক মজলিসে প্রত্যক্ষ পরিচিতি হওয়ার সুযোগ থাকে" (The most important spheres of this intimate association and co-operation on the family, the play-group of children and the neighbourhood or community group of elders)। কিন্তু শুধুমাত্র এই জাতীয় ক্ষেত্রেই দল গঠন সীমাবদ্ধ থাকে না, কলেজ, হস্টেল, কারখানা, অফিস, সৈন্যবাহিনীতে এমনকি জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যেও এই প্রকার দল বা গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। নির্দেশনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দল হলো এমন কিছু ব্যক্তির সমষ্টি যাদের সমস্যা ও লক্ষ্য একই প্রকৃতির হয়। নির্দেশনা কার্যক্রমের জন্য গঠিত কয়েক প্রকার দলের উদাহরণ হলো—

(i) বিষয় নির্বাচনের জন্য কোনো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত একটি দল।

(ii) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করতে কিছু ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গঠন করা যেতে পারে।

(iii) শিখনে ধীর গতিসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে।

(iv) আক্রমণাত্মক শিশুদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করতে তাদের অভিভাবকদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে।

তবে নির্দেশনাদানসংক্রান্ত দল গঠনের সময় আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করি। যেমন—

(i) একটি সাধারণ সমস্যার অংশীদারিত্ব (sharing a common problem)।

(ii) সদস্যদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ (volunteering to be members)।

(iii) দলগত কার্যকলাপে সদিচ্ছা (willing to group activities)।

(iv) সমগোত্রীয়তা (Homogeneity)।

এই দলগত নির্দেশনা শব্দটি মনোবিদ্ Benett প্রথম ব্যবহার করেন। শিক্ষাসংক্রান্ত, বৃত্তিসংক্রান্ত বা সাধারণ কোনো সমস্যার সমাধানে দলগতভাবে এই নির্দেশনা প্রয়োগ করা হয়। মনোবিদ্ Crow and Crow বলেছেন দলগত

Scanned with CamScanner

নির্দেশনা হলো, "দলগত পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে নির্দেশনা কর্মসূচির মতো বিদ্যালয় কর্মীবৃন্দের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র দলকে নির্দেশনা প্রদান করা" (Guidance is group situations usually is thought of as referring to those guidance services that are made available by school personnel to large or small group of pupils)। মনোবিদ্ Jones-এর মতে— "দলগত নির্দেশনা হলো কোনো দলগত কর্ম উদ্যোগ বা কার্যকলাপ যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো দলের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ও সংহতি বিধানে সাহায্য করা"। (Group guidance is any group enterprise or activity in which the primary purpose is to assist each individual in the group to solve his problems and to make his adjustment)। তবে একথা ঠিক যে যদি নির্দেশনাকে সকলের ব্যবহার্য করে তুলতে হয় তবে এখনই এটা সম্ভব হবে যখন দলের মধ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা করা হবে।

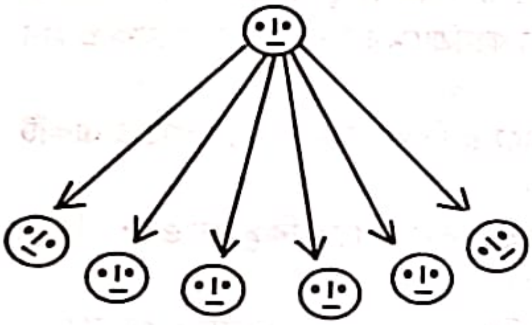

একমুখী যোগাযোগ

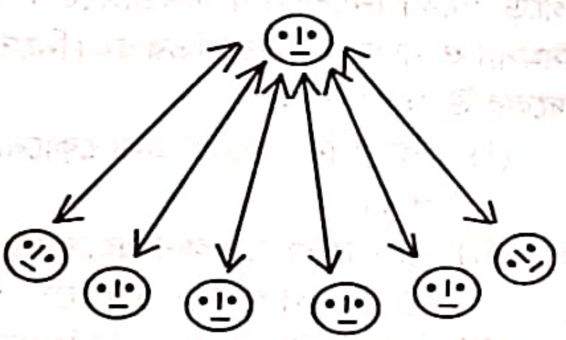

দ্বি-মুখী যোগাযোগ

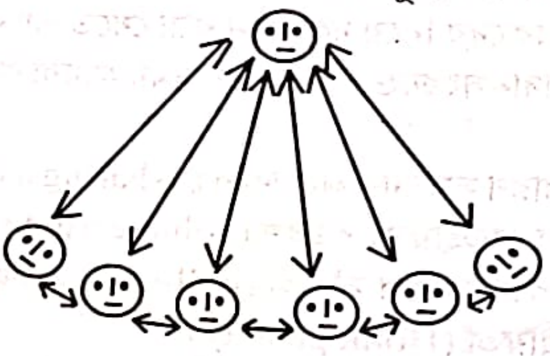

বহুমুখী যোগাযোগ

দলগত নির্দেশনার যোগাযোগ প্রক্রিয়া

Scanned with CamScanner

- **দলগত নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Group Guidance) ঃ**

(i) যাদের ব্যক্তিগত নির্দেশনার প্রয়োজন সেইসব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা।

(ii) সাধারণ সমস্যার সনাক্তকরণ, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেতে দল বা গোষ্ঠীর লোকেদের সাহায্য করা।

(iii) দলের সামনে সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যের এক বিশাল ভান্ডার উপস্থাপন করা যেখান থেকে দলের সদস্যরা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারে।

(iv) জনগণের জন্য একটি উপযুক্ত জায়গার (Platform) ব্যবস্থা করা যেখানে সাধারণ সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিরা পারস্পরিক মত বিনিময়, মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধারণা ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উপকৃত হতে পারে।

(v) জনগণের নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ, নিজেদের সক্ষমতা প্রভৃতির বিশ্লেষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

(vi) শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সাহায্য করা।

(vii) জীবন-দক্ষতামূলক (Life skill) কৌশলের বিকাশ ঘটানো এবং ইতিবাচক দিকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা।

(viii) একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় কম করা।

- **দলগত নির্দেশনার পরিধি (Scope of Group Guidance) ঃ**

দলগত নির্দেশনার পরিধি সামগ্রিক নির্দেশনা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। দলগত নির্দেশনা সাধারণ বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করার মধ্য দিয়েই দলগত সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হয়। দলীয় ভিত্তিতে আলোচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র (scope) এখানে উল্লেখ করা হলো—

(i) শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত পরিকল্পনাজনিত সমস্যা।

(ii) পাঠক্রম নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা।

(iii) পাঠ-অভ্যাস গঠন।

Scanned with CamScanner

(iv) গৃহ, বিদ্যালয় এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানজনিত সাধারণ সমস্যা।

(v) বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ব্যক্তির সামগ্রিক পরিস্থিতি, বৃত্তি পছন্দ করা এবং বৃত্তির উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা প্রভৃতি।

(vi) সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।

(vii) অবসর যাপনের শিক্ষা।

(viii) সামাজিক ন্যায়নীতি মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

(ix) বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করা।

(x) বয়ঃসন্ধিকালীন সাধারণ সমস্যা প্রভৃতি।

- **দলগত নির্দেশনার বিভিন্ন কৌশল (Techniques of Group Guidance) ঃ**

দলগত নির্দেশনা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়। কর্মসূচির লক্ষ্য, অভীষ্ট দল, সময়ের প্রাচুর্যতা, দলের সদস্য সংখ্যা, সমস্যার প্রকৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে নির্দেশনা কৌশল ঠিক করা হয়। দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে সাধারণত বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, আবার 10 থেকে 15 জনের সদস্য নিয়ে গঠিত দল যাদের সমস্যার প্রকৃতি, চাহিদা প্রভৃতি একই রকম হয় 'সেখানে দলগত আলোচনা' পদ্ধতি প্রয়োগে বেশি সুফল পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি দলগত নির্দেশনার কৌশল আলোচনা করা হলো—

(i) দলগত আলোচনা (Group Discussion) ঃ-

10 থেকে 15 জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত দলের মধ্যে দলগত আলোচনা কৌশল নিবন্ধ থাকে। সদস্যদের মধ্যে কিছু সাধারণ সমস্যা থাকে যেমন সমস্যার উৎস, বাহ্যিক আচার-আচরণ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে দলগত আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক বা ব্যক্তিগত সমস্যার দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে এইসব দিকগুলি ব্যক্তির জীবন শৈলীকে (life style) প্রভাবিত করে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলিকে নিয়েও আলোচনা করা হয়। পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

Scanned with CamScanner

(ii) বৃত্তিগত নির্দেশনার প্রদর্শনী (Career guidance exhibition) ঃ-

বৃত্তিগত নির্দেশনার প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ করে পোস্টার ও চার্ট ব্যবহার করা হয়। পোষ্টারগুলি সাধারণত প্রেষণা জাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয় আর চার্টগুলি বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক, ব্যক্তিগত প্রভৃতি সকল প্রকার নির্দেশনার জন্যই পোস্টার ও চার্ট প্রস্তুত করা যেতে পারে। শিক্ষামূলক নির্দেশনার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাক্রম, ভর্তির নিয়মকানুন, শিক্ষার কার্যকাল, খরচপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে চার্ট, মডেল, পোষ্টার প্রস্তুত করা যেতে পারে। ঠিক একইভাবে বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য যেমন, বৃত্তিতে প্রবেশের যোগ্যতা, শর্ত, কাজের প্রকৃতি, বেতন, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি তথ্য সম্বলিত চার্ট, মডেল, পোস্টার প্রভৃতি পরিবেশন করা যেতে পারে।

(iii) শ্রেণি কক্ষে আলাপ আলোচনা (Class talks) ঃ-

বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট দলভুক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক আলাপ-আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়। এই আলোচনা শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক, প্রেষণামূলক, সাধারণ সমস্যামূলক প্রভৃতি যে কোনো প্রকারের হতে পারে। এই আলোচনা বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিকও হতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো প্রকারের সমস্যা সমাধানে সহায়তামূলক আলোচনা, শিক্ষায় উৎসাহদান, ভবিষ্যৎ কর্মজীবন, শিক্ষাকালীন সাধারণ সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা হতে পারে। আর এই বিশেষ আলোচনায় বিভিন্ন স্তরের বা বিষয়ের বিশেষজ্ঞর উপস্থিতি আবশ্যিক হয়। তবে এই ধরনের আলোচনা খুবই সংগঠিত রূপে সম্পন্ন করা হয়। নির্দিষ্ট দল, নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা, সময়সীমা, পদ্ধতি, বিষয় সবকিছুকেই সংগঠিতভাবে কাজে লাগানো হয়।

(iv) বৃত্তিসংক্রান্ত সম্মেলন (Career conference) ঃ-

বৃত্তিসংক্রান্ত সম্মেলন হলো এক প্রকার বৃত্তিমূলক নির্দেশনা যার মাধ্যমে একই সময়ে অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষাসংক্রান্ত ও বৃত্তিসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়। এইসব কর্ম সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা যেমন উপস্থিত থাকেন তেমনি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এখানে উপস্থিত থাকেন। এখানে চিত্র প্রদর্শনী নাটক, দলগত আলোচনা, বিশেষজ্ঞের বক্তব্য রাখারও ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত সকলের মধ্যে মত বিনিময়ের (inter-

Scanned with CamScanner

action) সুযোগ থাকে। খুবই পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের সম্মেলন সাধারণত 2 থেকে 3 দিন চলতে পারে।

(v) এলাকা পরিদর্শন (Field visit) ঃ-

এলাকা পরিদর্শন বা field survey শিক্ষার্থীকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে, তাত্ত্বিক জ্ঞানকে মূর্ত করে তোলে। ছোট ছোট দলে (30-40) বিভক্ত হয়ে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয় এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের বাস্তব পরিস্থিতি বা কাজের প্রকৃতি অনুধাবন করা, পারস্পরিক মত বিনিময় করা, সুবিধা-অসুবিধাও পর্যালোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের এই পরিদর্শন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার একটি রিপোর্ট তৈরী করতে বলা হয়। পরবর্তীকালে একটি সাধারণ আলোচনা সভা আহ্বান করা হয় এবং পরিদর্শনের সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়।

(vi) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে নির্দেশনা (Guidance through co-curricular activities) ঃ-

আধুনিক শিক্ষায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে, উৎপাদনমূলক কর্মের সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনধারার যোগসূত্র রক্ষা করে, জীবন-জীবিকার সহায়ক হয়, শিক্ষার্থীকে সমষ্টিগত সেবাধর্মী কর্মের মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণে সহায়তা করে। খেলাধূলা, সাহিত্যচর্চা, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, জাতীয় দিবস পালন, প্রদর্শনী, ছবি আঁকা, মডেল তৈরী করা, জনসেবামূলক কার্যাবলী, ছাত্র সংসদ পরিচালনা, ক্লাব পরিচালনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। পড়াশুনায় আগ্রহ জাগানো এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে।

(vii) চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যমের ব্যবহার (Use of film show and mass media) ঃ-

চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শন, সংবাদ মাধ্যম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমরা নির্বাচিত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক বা ব্যক্তিগত তথ্য উপস্থাপন করতে পারি। এর মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে, স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক জনগণকে তথ্য প্রদান করা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্ত হিসাবে এই কৌশল খুবই কার্যকরী।

Scanned with CamScanner

(viii) অভিনয় করা (Role play) ঃ-

দলগত নির্দেশনার কৌশল হিসাবে অভিনয় খুবই কার্যকরী একটি মাধ্যম। নাটকের বিষয় এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যেগুলি এই দলের সদস্যদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বা সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। আর এইসব বিভিন্ন সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই এক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। দলের কিছু সদস্য অভিনয় করে আর কিছু সদস্য দর্শক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। অভিনয়ের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে, জটভাব লঘু হয়, দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়। অভিনয়ের শেষে আলোচনা শুরু হয়। বিশেষজ্ঞ এবং দলের সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা মত বিনিময় ঘটে, এবং নির্দিষ্ট সমস্যাকে কেন্দ্র করে অভিনয় করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে।

- **দলগত নির্দেশনার সুবিধা (Advantages of Group Guidance) ঃ**

(i) দলগত নির্দেশনার অন্যতম সুবিধা হলো চিকিৎসাগত প্রভাব (therapeutic effect)। এটি হলো দলগত অনুভূতি। ব্যক্তি এখানে উপলব্ধি করে যে তার মতো অনেকেই এই সমস্যায় আক্রান্ত ফলে সে এই নির্দেশনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়। তার সমস্যার ভার অনেকখানি লাঘব হয়।

(ii) এই প্রকার নির্দেশনায় ব্যক্তি অন্যের অভিজ্ঞতা ও ধারণার অংশীদার হতে পারে, পরস্পরের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়, যোগাযোগ বৃদ্ধি হয় এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায়।

(iii) দলগতভাবে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী বা ব্যক্তিদের মধ্যে দলীয় মনোভাব সৃষ্টি হয়, দলীয় গতিশীলতা (group dynamics) সম্পর্কে ধারণা জন্মায়, আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতার বিকাশ হয়।

(iv) দলের অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার মনোভাব, অভ্যাস, পশ্চাৎপট, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটার সুযোগ পায়।

(v) দলগতভাবে আলোচনার সময়, এক ব্যক্তি নিজের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সঙ্গে অন্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার বিশ্লেষণ করে, ফলস্বরূপ ব্যক্তির মধ্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে, ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভের সম্ভাবনার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়। ইতিবাচক চিন্তাভাবনার মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

(vi) দলগত নির্দেশনায় বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করে। আর এই দলীয় পরিস্থিতিতে পরামর্শদাতা যেভাবে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান, অন্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

(vii) একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়ার ফলে সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় কম হয়।

(viii) দলগত নির্দেশনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের প্রকাশ করা মতামতগুলি থেকে তাদের মধ্যে একটা যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যৌথ কাজের মনোভাব যেমন গড়ে ওঠে তেমনি দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সক্ষম হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত নির্দেশনার পথকে প্রশস্ত করে।

- **দলগত নির্দেশনার অসুবিধা (Disadvantages of Group Guidance) :**

(i) দলগত নির্দেশনায় ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে না।

(ii) দলগত নির্দেশনায় দলের সকলের সমস্যাকে একই প্রকৃতির বলে মনে করা হয়, কিন্তু সমস্যার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও কারণ ভিন্ন হতে পারে। তাই সঠিক কারণ অনুসন্ধান না করে পরামর্শ দিলে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

(iii) শুধু সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

(iv) সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করা কঠিন হয়।

(v) অনেক সময় মক্কেল দলের সকলের সামনে নিজের সমস্যা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিকে প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে।

- **ব্যক্তিগত ও দলগত নির্দেশনার পার্থক্য (Differences between Individual Guidance and Group Guidance)**

ব্যক্তিগত নির্দেশনা	দলগত নির্দেশনা
(1) ব্যক্তিকে এককভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়।	(1) দলগত নির্দেশনায় একাধিক ব্যক্তিকে একসঙ্গে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
(2) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় নির্দেশক ও নির্দেশনাগ্রহীতার মধ্যে মুখোমুখি সম্পর্ক গড়ে ওঠে।	(2) এক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ কম।

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিগত নির্দেশনা	দলগত নির্দেশনা
(3) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় বেশি হয়।	(3) দলগত নির্দেশনায় একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তিকে নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ থাকায় অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয় কম হয়।
(4) ব্যক্তিগত নির্দেশনা বিকাশমূলক ও প্রতিকারমূলক।	(4) এই ধরনের নির্দেশনা প্রতিকার মূলক।
(5) এক্ষেত্রে পরামর্শগ্রহীতার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, চাহিদা, কামনা, বাসনা ছাড়াও তার একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিকে জানার সুযোগ থাকে।	(5) এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের বাধা না থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। অনেকে নিজেকে অবহেলিত মনে করে।
(6) ব্যক্তিগত নির্দেশনায় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সমস্যার অনেক গভীরে প্রবেশ করা যায়।	(6) দলগত নির্দেশনায় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ কম তাই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ কম।
(7) এক্ষেত্রে নির্দেশক ও গ্রহীতার মধ্যে দ্বি-মুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে।	(7) এক্ষেত্রে দলের একাধিক সদস্যদের মধ্যে বহুমুখী সংযোগ গড়ে ওঠে।

■ **দলীয় সক্রিয়তা (Group dynamics)** — দলীয় নির্দেশনায় দল বলতে বোঝায় কতকগুলি মানুষের সমাবেশ বা সংগঠন যে মানুষগুলি একে অপরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ প্রবণতা মূল্যবোধ এবং অপরের গ্রহণ করার মানসিকতা থাকে। আর দলীয় সক্রিয়তা বলতে বোঝায় বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা বিষয়ের আদান-প্রদান ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার শক্তি, দলীয় সক্রিয়তাকে অনুসন্ধান ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যে ক্ষেত্রের কাজ হলো বিভিন্ন দলের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, তাদের বিকাশ এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, বিভিন্ন দল এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞান বা তথ্যের বিস্তার ঘটানো।

প্রখ্যাত সমাজ মনোবিজ্ঞানী Coffey-এর মতে দলীয় সক্রিয়তার মূল লক্ষ্য হলো দলের অভ্যন্তরে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য দলীয় সভ্যগণ যে সব উপায় বা পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন তারই আলোচনা করা (The study of forces

Scanned with CamScanner